সম্পাদকীয়-সীমান্ত আগ্রাসন ও পুশ-ইন

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের সীমান্ত পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগ ও সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সীমান্ত অঞ্চলের সরেজমিন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এক আশঙ্কাজনক চিত্র।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে মানব পুশ-ইন বা জোরপূর্বক মানুষ ঠেলে দেওয়ার অপচেষ্টা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাতের অন্ধকারে কিংবা সীমান্ত এলাকার ঝোপঝাড়ের আড়াল নিয়ে বিএসএফ নির্বিচারে মানুষকে বাংলাদেশের সীমানায় ঠেলে দেওয়ার জঘন্য খেলায় মেতে উঠেছে।

যদিও দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় নিয়োজিত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) স্থানীয় জনগণকে সাথে নিয়ে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা নির্ঘুম পাহারার মাধ্যমে এই পুশ-ইনের বহু চেষ্টা সফলভাবে নস্যাৎ করে দিচ্ছে, তবুও এই আগ্রাসী প্রবণতা থামেনি।

বিএসএফের এই পুশ-ইন প্রক্রিয়া কেবল কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি স্পষ্টত আন্তর্জাতিক আইন, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের চরম লঙ্ঘন।

প্রতিবেশি একটি বৃহৎ রাষ্ট্র যখন তার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক এজেন্ডা বা সংকটের দায় অন্য একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর চাপাতে চায়, তখন তা দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর বড় ধরনের আঘাত হানে।

প্রতিবেদনগুলোতে দেখা যাচ্ছে, পুশ-ইনের পাশাপাশি সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্বিচারে গুলি ও হত্যা করার মতো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডও সমানতালে চলছে।

মুখে ‘বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের’ বুলি আউড়ে সীমান্তে এমন অমানবিক ও আগ্রাসী আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। নো-ম্যানস ল্যান্ডে মানুষকে আটকে রেখে যে মানবিক সংকট তৈরি করা হচ্ছে, তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে।